গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরগুনা
(এস.এ শাখা)
www.barguna.gov.bd

নম্বর: [illegible].০৪০০.১১১.১৯.৫৪৪.২৫- ৪৮০

তারিখ: ৩০ আষাঢ় ১৪৩৩
১৪ জুলাই ২০২৬

বালুমহাল খাস আদায়ের বিজ্ঞপ্তি

বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (সংশোধিত ২০২৩) এবং বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২৫ এর ১০ অনুচ্ছেদ মোতাবেক বরগুনা জেলার নিম্নবর্ণিত ১০টি বালুমহাল ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ মেয়াদের নির্ধারিত সময়ের জন্য সরকারি খাস আদায়ের লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আগাম মূল্য পরিশোধের শর্তে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ নিম্নবর্ণিত সময়সূচি মোতাবেক জেলা প্রশাসক, বরগুনা বরাবরে আবেদন করার জন্য উপযুক্ত আগ্রহী প্রার্থীর নিকট হতে আবেদনপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

বালুমহাল সংক্রান্ত তথ্য

ক্রম	বালুমহালের নাম	উপজেলা	আয়তন (একর)	উত্তোলিতব্য বালুর বাজার মূল্য (প্রতি ঘনফুট)
০১	বুড়িশ্বর (পায়রা) নদী বালুমহাল-৪	আমতলী	২৭০.০০	.৪৯ টাকা
০২	বালিয়াতলী বুড়িশ্বর (পায়রা) নদী বালুমহাল-৬	আমতলী	২৬০.০০	.৪৯ টাকা
০৩	ছোট নিশানবাড়ীয়া বুড়িশ্বর (পায়রা) নদী বালুমহাল-৯	তালতলী	২৫০.০০	.৪৯ টাকা
০৪	আড়পাঙ্গাশিয়া বুড়িশ্বর (পায়রা) নদী বালুমহাল-৭	আমতলী	২০০.০০	.৪৯ টাকা
০৫	নলবুনিয়া-নিদ্রা বুড়িশ্বর (পায়রা) নদী বালুমহাল- ৮	তালতলী	২০০.০০	.৪৯ টাকা
০৬	বুড়িশ্বর (পায়রা) নদী বালুমহাল-৩	আমতলী	৬০.০০	.৪৯ টাকা
০৭	বলেশ্বর নদী বালুমহাল-২	পাথরঘাটা	২৫.০০	.৪৯ টাকা
০৮	বলেশ্বর নদী বালুমহাল-১	পাথরঘাটা	২০.০০	.৪৯ টাকা
০৯	ভোড়া ও দঃ কালিকাবাড়ী বালুমহাল	বেতাগী	১৬.২৮	.৪৯ টাকা
১০	বেবাজিয়াখালী বালুমহাল	বামনা	১৩.৪৪	.৪৯ টাকা

খাস আদায় কার্যক্রম পরিচালনার শিডিউল

ধাপ	আবেদন জমাদানের তারিখ ও সময়	আবেদন উন্মুক্তকরণের তারিখ ও সময়	আবেদন উন্মুক্তকরণের স্থান
১ম পর্যায়	২৬.০৭.২০২৬ তারিখ সকাল ১০.০০ টা হইতে দুপুর ১২.০০ ঘটিকা	২৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.০০ ঘটিকা	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), বরগুনা এর অফিস কক্ষ
২য় পর্যায়	৩০.০৭.২০২৬ তারিখ ১০.০০ টা হইতে দুপুর ১২.০০ ঘটিকা	৩০.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.০০ ঘটিকা	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), বরগুনা এর অফিস কক্ষ
৩য় পর্যায়	০৩.০৮.০২০৬ তারিখ ১০.০০ টা হইতে দুপুর ১২.০০ ঘটিকা	০৩.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.০০ ঘটিকা	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), বরগুনা এর অফিস কক্ষ

শর্তাবলী

(১) বরগুনা জেলার তালিকাভুক্ত লাইসেন্সধারী (হালনাগাদকৃত) ঠিকাদার ব্যতীত কেউ খাস আদায়ের উন্মুক্ত নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

(২) খাস আদায় দরপত্র দাখিলের সময় দরপত্রের সঙ্গে ট্রেড লাইসেন্স, TIN সার্টিফিকেট, সর্বশেষ আয়কর পরিশোধের প্রমাণপত্র, ব্যাংক সলভেন্সী সার্টিফিকেট, ভ্যাট পরিশোধের সার্টিফিকেট, জাতীয় পরিচয়পত্র, ড্রেজার মেশিনের হালনাগাদ মালিকানা/ভাড়া সংক্রান্ত কাগজপত্র, সত্যায়িত ছবি ০৩ (তিন) কপি এবং ইজারাদার হিসেবে তালিকাভুক্তির হালনাগাদ কপি সংযুক্ত করতে হবে।

(৩) প্রতিটি বালুমহালের জন্য পৃথকভাবে খাস আদায় দরপত্র দাখিল করতে হবে এবং খামের উপর বালুমহালের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

(৪) দাখিলকৃত খাস আদায় দরপত্রে খাস আদায় দর অংকে এবং কথায় লিখতে হবে। অসম্পূর্ণ, ওভাররাইটিং, কাটা-ছেড়া বা ঘষামাজা দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৫) আবেদনের সাথে জামানতস্বরূপ 'জেলা প্রশাসক, বরগুনা' বরাবর ক্রমিক নং ০১-০৫ এর ক্ষেত্রে ২,০০,০০০/- ও ক্রমিক নং ০৬-১০ ক্ষেত্রে ১,০০,০০০/-(দুই লক্ষ ও এক লক্ষ টাকা) টাকার পে-অর্ডার (ফেরতযোগ্য) অবশ্যই সংযোজন করতে হবে। অন্যথায় দাখিলকৃত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে এবং উন্মুক্ত খাস আদায় নিলামে অংশগ্রহণের অযোগ্য মর্মে বিবেচিত হবেন।

CamScanner

(৬) দাখিলকৃত পে-অর্ডার যাচাইয়ান্তে সঠিক পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এ কার্যালয় হতে অনুমোদিত বালুমহালের খাস আদায় দরপত্রে অংশগ্রহণের তালিকাভুক্ত লাইসেন্স বাতিলপূর্বক কালো তালিকাভুক্ত করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৭) খাস আদায়ের লক্ষ্যে নিলাম ডাকে সর্বোচ্চ দরদাতার দাখিলকৃত জামানত যাচাইয়ান্তে সঠিক থাকা সাপেক্ষে খাস আদায়ের উপযুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

(৮) দফাওয়ারী সর্বোচ্চ ডাক চূড়ান্ত দর হিসেবে গ্রহণের ক্ষেত্রে জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৯) চূড়ান্ত দর নির্বাচন সাপেক্ষে চূড়ান্ত দরদাতার নিকট হতে সরকারি সকল অর্থ প্রাপ্তির পর অকৃতকার্য দরদাতার জামানত বিধি মোতাবেক ফেরত প্রদান করা হবে।

(১০) খাস আদায় নির্ধারিত সময়ের জন্য প্রদান করা হবে এবং চুক্তি সম্পাদনের তারিখ হতে ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ মেয়াদের নির্ধারিত সময়ের (চুক্তিপত্র অনুযায়ী) জন্য খাস আদায় করা যাবে। চুক্তিপত্র সম্পাদনের পরবর্তীতে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি মর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট অথবা আদালতে খাস আদায়ের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করলে তা অগ্রাহ্য হবে।

(১১) জেলা প্রশাসক, নৌ পরিবহন বিভাগ, মৎস্য বিভাগ কিংবা সরকারি অন্যান্য বিভাগের প্রদত্ত সকল শর্ত ও নিষেধ পালন করতে খাস আদায়ের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বাধ্য থাকবেন। উক্ত নিষেধের প্রেক্ষিতে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি মর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট অথবা আদালতে খাস আদায়ের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করলে তা অগ্রাহ্য হবে।

(১২) চূড়ান্ত দর নির্বাচন সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদানের ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সমূদয় চুক্তিভিত্তিক আগাম খাস আদায় মূল্য পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় জামানত বাজেয়াপ্ত করে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হবে, লাইসেন্স কালো তালিকাভুক্ত করা হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(১৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময় আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত সকল প্রকারের কর পরিশোধের জন্য খাস আদায়ের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান দায়ী থাকবেন।

(১৪) খাস আদায়ের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বালুমহাল অন্যত্র খাস আদায়ের দায়িত্ব দিতে পারবে না। এরূপ পরিলক্ষিত হলে চুক্তি বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(১৫) খাস আদায়ের জন্য গ্রহণকৃত এলাকা ব্যতীত অন্য কোন এলাকা হতে খাস আদায়ের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বালু উত্তোলন করতে পারবেন না।

(১৬) নৌ-পথের অবকাঠামোগত পরিবর্তন করা যাবে না। বালু উত্তোলনকালে নৌ-চলাচলের কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাবে না।

(১৭) বালু বা মাটি উত্তোলনের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে লাল পতাকা প্রদর্শন করতে হবে।

(১৮) বালু বা মাটি উত্তোলনের সময় স্থানীয় জনগণের জমি ক্ষতিগ্রস্থ করা যাবে না এবং ক্ষতির সম্মুখীন হলে খাস আদায়ের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে তা সমাধান করবেন।

(১৯) নদীর ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ, মৎস্য, জলজপ্রাণি ও উদ্ভিদ বিনষ্ট করে বালু উত্তোলন করা যাবে না।

(২০) উত্তোলিত বালু বা মাটি কোন অবস্থাতেই নদীর তীরে বা নদীতে ফেলা যাবে না।

(২১) সেতু, সড়ক, মহাসড়ক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনার নিকটবর্তী স্থান এবং পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করে এমন কোন স্থান হতে বালু উত্তোলন করা যাবে না।

(২২) কেবলমাত্র সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বালু উত্তোলন করা যাবে।

(২৩) ভুল বা মিথ্যা তথ্য সম্বলিত এবং অসম্পূর্ণ দরপত্র বিবেচনাযোগ্য নয়।

(২৪) উল্লিখিত যেকোন শর্ত ভঙ্গের জন্য খাস আদায় গ্রহীতা দায়ী থাকবে এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(২৫) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন সময় যে কোন পর্যায়ে খাস আদায়ের আদেশ পরিবর্তন/পরিবর্ধন/স্থগিত/বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

(২৬) সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির নিকট খাস আদায়ের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান দৈনিক ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রদান করবেন। উপজেলা খাস আদায় কমিটি নিয়মিত খাস আদায় কার্যক্রম মনিটরিং করবেন।

(২৭) কোনো প্রকার পূর্ব নোটিশ ব্যতিরেকে খাস আদায় যেকোনো সময় বন্ধ ঘোষণা করা যাবে।

২৪.০৭.২০২৫

তাছলিমা আক্তার
জেলা প্রশাসক
ও
সভাপতি
জেলা বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা কমিটি
বরগুনা
email: dcbarguna@mopa.gov.bd

CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরগুনা
(এস.এ শাখা)
www.barguna.gov.bd

নম্বর: ৩১.১০.০৪০০.১১১.১৯.৫৪৪.২৫- ৪৮০

তারিখ: ৩০ আষাঢ় ১৪৩৩ / ১৪ জুলাই ২০২৬

বালুমহাল খাস আদায়ের বিজ্ঞপ্তি

বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (সংশোধিত ২০২৩) এবং বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২৫ এর ১০ অনুচ্ছেদ মোতাবেক বরগুনা জেলার নিম্নবর্ণিত ১০টি বালুমহাল ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ মেয়াদের নির্ধারিত সময়ের জন্য সরকারি খাস আদায়ের লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আগাম মূল্য পরিশোধের শর্তে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ নিম্নবর্ণিত সময়সূচি মোতাবেক জেলা প্রশাসক, বরগুনা বরাবরে আবেদন করার জন্য উপযুক্ত আগ্রহী প্রার্থীর নিকট হতে আবেদনপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

ওমর শরীফ ফাহাদ
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
পাথরঘাটা, বরগুনা।

বালুমহাল সংক্রান্ত তথ্য

ক্রম	বালুমহালের নাম	উপজেলা	আয়তন (একর)	উত্তোলিতব্য বালুর বাজার মূল্য (প্রতি ঘনফুট)
০১	বুড়িশ্বর (পায়রা) নদী বালুমহাল-৪	আমতলী	২৭০.০০	.৪৯ টাকা
০২	বালিয়াতলী বুড়িশ্বর (পায়রা) নদী বালুমহাল-৬	আমতলী	২৬০.০০	.৪৯ টাকা
০৩	ছোট নিশানবাড়ীয়া বুড়িশ্বর (পায়রা) নদী বালুমহাল-৯	তালতলী	২৫০.০০	.৪৯ টাকা
০৪	আড়পাঙ্গাশিয়া বুড়িশ্বর (পায়রা) নদী বালুমহাল-৭	আমতলী	২০০.০০	.৪৯ টাকা
০৫	নলবুনিয়া-নিদ্রা বুড়িশ্বর (পায়রা) নদী বালুমহাল- ৮	তালতলী	২০০.০০	.৪৯ টাকা
০৬	বুড়িশ্বর (পায়রা) নদী বালুমহাল-৩	আমতলী	৬০.০০	.৪৯ টাকা
০৭	বলেশ্বর নদী বালুমহাল-২	পাথরঘাটা	২৫.০০	.৪৯ টাকা
০৮	বলেশ্বর নদী বালুমহাল-১	পাথরঘাটা	২০.০০	.৪৯ টাকা
০৯	ভোড়া ও দঃ কালিকাবাড়ী বালুমহাল	বেতাগী	১৬.২৮	.৪৯ টাকা
১০	বেবাজিয়াখালী বালুমহাল	বামনা	১৩.৪৪	.৪৯ টাকা

খাস আদায় কার্যক্রম পরিচালনার শিডিউল

ধাপ	আবেদন জমাদানের তারিখ ও সময়	আবেদন উন্মুক্তকরণের তারিখ ও সময়	আবেদন উন্মুক্তকরণের স্থান
১ম পর্যায়	২৬.০৭.২০২৬ তারিখ সকাল ১০.০০ টা হইতে দুপুর ১২.০০ ঘটিকা	২৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.০০ ঘটিকা	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), বরগুনা এর অফিস কক্ষ
২ম পর্যায়	৩০.০৭.২০২৬ তারিখ ১০.০০ টা হইতে দুপুর ১২.০০ ঘটিকা	৩০.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.০০ ঘটিকা	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), বরগুনা এর অফিস কক্ষ
৩ম পর্যায়	০৩.০৮.০২০৬ তারিখ ১০.০০ টা হইতে দুপুর ১২.০০ ঘটিকা	০৩.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.০০ ঘটিকা	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), বরগুনা এর অফিস কক্ষ

শর্তাবলী

(১) বরগুনা জেলার তালিকাভুক্ত লাইসেন্সধারী (হালনাগাদকৃত) ঠিকাদার ব্যতীত কেউ খাস আদায়ের উন্মুক্ত নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

(২) খাস আদায় দরপত্র দাখিলের সময় দরপত্রের সঙ্গে ট্রেড লাইসেন্স, TIN সার্টিফিকেট, সর্বশেষ আয়কর পরিশোধের প্রমাণপত্র, ব্যাংক সলভেন্সী সার্টিফিকেট, ভ্যাট পরিশোধের সার্টিফিকেট, জাতীয় পরিচয়পত্র, ড্রেজার মেশিনের হালনাগাদ মালিকানা/ভাড়া সংক্রান্ত কাগজপত্র, সত্যায়িত ছবি ০৩ (তিন) কপি এবং ইজারাদার হিসেবে তালিকাভুক্তির হালনাগাদ কপি সংযুক্ত করতে হবে।

(৩) প্রতিটি বালুমহালের জন্য পৃথকভাবে খাস আদায় দরপত্র দাখিল করতে হবে এবং খামের উপর বালুমহালের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

(৪) দাখিলকৃত খাস আদায় দরপত্রে খাস আদায় দর অংকে এবং কথায় লিখতে হবে। অসম্পূর্ণ, ওভাররাইটিং, কাটা-ছেড়া বা ঘষামাজা দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৫) আবেদনের সাথে জামানতস্বরূপ 'জেলা প্রশাসক, বরগুনা' বরাবর ক্রমিক নং ০১-০৫ এর ক্ষেত্রে ২,০০,০০০/- ও ক্রমিক নং ০৬-১০ ক্ষেত্রে ১,০০,০০০/-(দুই লক্ষ ও এক লক্ষ টাকা) টাকার পে-অর্ডার (ফেরতযোগ্য) অবশ্যই সংযোজন করতে হবে। অন্যথায় দাখিলকৃত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে এবং উন্মুক্ত খাস আদায় নিলামে অংশগ্রহণের অযোগ্য মর্মে বিবেচিত হবেন।

CamScanner
CamScanner

৬) দাখিলকৃত পে-অর্ডার যাচাইয়ান্তে সঠিক পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এ কার্যালয় হতে অনুমোদিত বালুমহালের খাস আদায় দরপত্রে অংশগ্রহণের তালিকাভুক্ত লাইসেন্স বাতিলপূর্বক কালো তালিকাভুক্ত করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৭) খাস আদায়ের লক্ষ্যে নিলাম ডাকে সর্বোচ্চ দরদাতার দাখিলকৃত জামানত যাচাইয়ান্তে সঠিক থাকা সাপেক্ষে খাস আদায়ের উপযুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

(৮) দফাওয়ারী সর্বোচ্চ ডাক চূড়ান্ত দর হিসেবে গ্রহণের ক্ষেত্রে জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৯) চূড়ান্ত দর নির্বাচন সাপেক্ষে চূড়ান্ত দরদাতার নিকট হতে সরকারি সকল অর্থ প্রাপ্তির পর অকৃতকার্য দরদাতার জামানত বিধি মোতাবেক ফেরত প্রদান করা হবে।

(১০) খাস আদায় নির্ধারিত সময়ের জন্য প্রদান করা হবে এবং চুক্তি সম্পাদনের তারিখ হতে ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ মেয়াদের নির্ধারিত সময়ের (চুক্তিপত্র অনুযায়ী) জন্য খাস আদায় করা যাবে। চুক্তিপত্র সম্পাদনের পরবর্তীতে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি মর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট অথবা আদালতে খাস আদায়ের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করলে তা অগ্রাহ্য হবে।

(১১) জেলা প্রশাসক, নৌ পরিবহন বিভাগ, মৎস্য বিভাগ কিংবা সরকারি অন্যান্য বিভাগের প্রদত্ত সকল শর্ত ও নিষেধ পালন করতে খাস আদায়ের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বাধ্য থাকবেন। উক্ত নিষেধের প্রেক্ষিতে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি মর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট অথবা আদালতে খাস আদায়ের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করলে তা অগ্রাহ্য হবে।

(১২) চূড়ান্ত দর নির্বাচন সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদানের ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সমুদয় চুক্তিভিত্তিক আগাম খাস আদায় মূল্য পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় জামানত বাজেয়াপ্ত করে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হবে, লাইসেন্স কালো তালিকাভুক্ত করা হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(১৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময় আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত সকল প্রকারের কর পরিশোধের জন্য খাস আদায়ের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান দায়ী থাকবেন।

(১৪) খাস আদায়ের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বালুমহাল অন্যত্র খাস আদায়ের দায়িত্ব দিতে পারবে না। এরূপ পরিলক্ষিত হলে চুক্তি বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(১৫) খাস আদায়ের জন্য গ্রহণকৃত এলাকা ব্যতীত অন্য কোন এলাকা হতে খাস আদায়ের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বালু উত্তোলন করতে পারবেন না।

(১৬) নৌ-পথের অবকাঠামোগত পরিবর্তন করা যাবে না। বালু উত্তোলনকালে নৌ-চলাচলের কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাবে না।

(১৭) বালু বা মাটি উত্তোলনের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে লাল পতাকা প্রদর্শন করতে হবে।

(১৮) বালু বা মাটি উত্তোলনের সময় স্থানীয় জনগণের জমি ক্ষতিগ্রস্থ করা যাবে না এবং ক্ষতির সম্মুখীন হলে খাস আদায়ের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে তা সমাধান করবেন।

(১৯) নদীর ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ, মৎস্য, জলজপ্রাণি ও উদ্ভিদ বিনষ্ট করে বালু উত্তোলন করা যাবে না।

(২০) উত্তোলিত বালু বা মাটি কোন অবস্থাতেই নদীর তীরে বা নদীতে ফেলা যাবে না।

(২১) সেতু, সড়ক, মহাসড়ক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনার নিকটবর্তী স্থান এবং পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করে এমন কোন স্থান হতে বালু উত্তোলন করা যাবে না।

(২২) কেবলমাত্র সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বালু উত্তোলন করা যাবে।

(২৩) ভুল বা মিথ্যা তথ্য সম্বলিত এবং অসম্পূর্ণ দরপত্র বিবেচনাযোগ্য নয়।

(২৪) উল্লিখিত যেকোন শর্ত ভঙ্গের জন্য খাস আদায় গ্রহীতা দায়ী থাকবে এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(২৫) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন সময় যে কোন পর্যায়ে খাস আদায়ের আদেশ পরিবর্তন/পরিবর্ধন/স্থগিত/বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

(২৬) সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির নিকট খাস আদায়ের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান দৈনিক ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রদান করবেন। উপজেলা খাস আদায় কমিটি নিয়মিত খাস আদায় কার্যক্রম মনিটরিং করবেন।

(২৭) কোনো প্রকার পূর্ব নোটিশ ব্যতিরেকে খাস আদায় যেকোনো সময় বন্ধ ঘোষণা করা যাবে।

২৪.০৭.২০২৫

তাছলিমা আক্তার
জেলা প্রশাসক
ও
সভাপতি
জেলা বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা কমিটি
বরগুনা
email: dcbarguna@mopa.gov.bd

CamScanner